কিনশাসার দিনগুলি

তহুরা জান্নাত

প্রকাশন

উ ৎ স র্গ

১৯৭১ সালে
এ জাতির মহান মুক্তির সংগ্রামের
সূচনালগ্নে
বাংলাদেশ পুলিশের যেসব সদস্য শহিদ
হয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি

ভূমিকা

মিশন শেষ করে দেশে এসেছি। কিন্তু মিশনের ঘোর যেন কাটতে চাচ্ছে না কিছুতেই। ১/২ মাস যাওয়ার পরও শুধু মিশনের কথাই ভাবি। যেসব সহকর্মীর সাথে হৃদ্যতার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, তাদের সাথে কাটানো সময়গুলো যেন সব সময় অনুভব করছি। কি মুশকিল! ফেসবুকে আগে ছোটখাটো লেখা লিখলেও, তখন মিশন নিয়ে লেখার একটা তাড়া ভীষণ ভাবে অনুভব করলাম। মনে হলো, একমাত্র লেখালেখি করলেই বোধহয় মাথা থেকে মিশন তাড়াতে পারব।

মানুষ খুব অদ্ভুত! যেসকল সহকর্মীর সাথে বছর দেড়েক আগেও ঠিকমতো জানাশোনা ছিলো না, মিশনে তারাই খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠলো। ইতি, ফরিদ, রফিক, রত্না, রহিমা, মোস্তফা, আশিষ এবং উদয় কালচারালের সদস্যরা ছিল আমার আনন্দ-বেদনার সঙ্গী। এমনও অনেক দিন গেছে, আকাশ জুড়ে ঘন মেঘ করেছে, সেই মেঘের সাথে মনটাও বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। রত্নাকে বললাম, 'একটা গান ধরো'। খুব সুন্দর গায় মেয়েটা। কত গান একসাথে করেছি আমরা! কী সুন্দর স্মৃতি! কেন যেন কষ্টের স্মৃতি মনে পড়ে না। সুখের স্মৃতিই চারপাশে ঘোরাঘুরি করে।

কখনো হয়তো বা ভরা পূর্ণিমার রাত। শ্রীমা ডিউটি করছে লেভেল ২ হাসপাতালে। আমি গাড়ি নিয়ে হাজির ওখানে। ওরা চানাচুর, মুড়ি মাখাচ্ছে, আমার সাথে খাবে তাই। খোলা আকাশের নিচে,

লেভেল ২ এর খোলা মাঠে মুড়ি খাওয়া, গানের আসর; সবই এখন স্মৃতি।

দেশে ফিরে, ব্যানএফপিউ ক্যাম্পের মাঠের এক কোনায় সদ্য তৈরি সাংস্কৃতিক মঞ্চে এলোমেলো গান গাওয়া আমার তুফান সাংস্কৃতিকের সদস্যদের মিস করতাম খুব। মিস করতাম আমার ব্যাডমিন্টন খেলার বন্ধুদের। ওরাও ফোন করে বলত, 'স্যার এতো কষ্ট হয় কেন আপনাদের ছেড়ে থাকতে?'

মিশন চলাকালীন ছুটিতে দেশে এসেছি। ব্যাচমেট শরীফ ফোন করে বললো, 'অনেক কষ্ট করেছেন ৫ মাস। আর না। একটা সারপ্রাইজ আছে আপনার জন্য।' ছুটি থেকে ফেরার পর দেখি, বেচারা ইউএন-এর বিভিন্ন অফিসে অনেক দৌড়ঝাঁপ করে আমার জন্য ইট-সিমেন্টের একটি মঞ্চ তৈরি করেছে, যাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে করতে পারি। বিগত ১১টা রোটেশনের থেকে নিজেকে তখন অনেক ভাগ্যবান মনে হয়েছে মঞ্চটি দেখে। আমার ব্যাচমেট আমাকে এতোটা অনুভব করে। ভাবতেই আনন্দ হয়েছে খুব।

এইসব ছোট ছোট আনন্দ বেদনা নিয়ে লিখতে খুব ইচ্ছে হলো। ফেসবুকে 'লং রেঞ্জ পেট্রোল' প্রথম লিখলাম। প্রথম লেখাতেই অনেকের উৎসাহ পেলাম। এরপর ডিআইজি শামীমা বেগম স্যার, পুলিশ সুপার মাহ্‌ফুজা লিজা স্যারের অনুপ্রেরণা, উৎসাহে কঙ্গো মিশনের স্মৃতি নিয়ে একটা বই প্রকাশের তাড়া অনুভব করলাম। ছোট ভাই আরিফ রহমানের উৎসাহ তো ছিলই (*লেখক-ত্রিশ লক্ষ শহীদ বাহুল্য না বাস্তবতা* এবং সিনিয়র নিউজরুম এডিটর, *একাত্তর টিভি*)।

১৮ মে ২০১৮ মিশনের যাত্রা শুরু। ইতিমধ্যে ১১টা কন্টিনজেন্ট সেখানে মিশন করে এসেছে। আমি ছিলাম ১২তম রোটেশনের ডেপুটি কমান্ডার। এখন সেখানে ১৫তম রোটেশন চলছে। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোর রাজধানী কিনশাসা-তে বাংলাদেশ পুলিশের ফিমেল কন্টিনজেন্ট অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করছে। সেখানে আমাদের ফিমেল পুলিশ বিভিন্ন ধরনের পেট্রোল ডিউটি ছাড়াও পুলিশ কমিশনারের অফিসে ২৪ x ৭ ঘণ্টা নিরাপত্তা দিয়ে আসছে ।

এক বছরের বহু ছোট ছোট ঘটনা আছে। কোনটা ছেড়ে কোনটা লিখব। আনন্দের সাথে কষ্টও আছে বহু। সবচেয়ে বেশি কষ্টের সময় পার করেছি মিশন শেষ হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে। বাংলাদেশ পুলিশের দ্বিতীয় নারী অতিরিক্ত আইজিপি রওশন আরা বেগম পিপিএম, এনডিসি স্যারের কিনশাসায় আকস্মিক দুর্ঘটনা কবলিত মৃত্যু শোকার্ত করে তুলেছিল পুরো কন্টিনজেন্ট-কে।

এই ক্রান্তিকালীন সময়ে ইউএন-এর পুলিশ কমিশনার স্যার ছাড়াও কিনশাসায় কর্মরত ইউএন-এর প্রত্যেক সদস্যের সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেয়েছি শতভাগ। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি; কিন্তু সবার সহমর্মিতা যেন একসূত্রে গাঁথা। এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এই সময়টা আমি পার করেছি। একদিকে প্রিয়জন হারানোর বেদনা, অপরদিকে এই দুঃসময়ে বিদেশি সহকর্মীদের ভালোবাসা, সহমর্মিতা আমাকে নতুন অনুভূতি, নতুন অভিজ্ঞতার দিকে চালিত করেছে। এই বইয়ের মাধ্যমে সেইসব বিদেশী সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

রওশন স্যারের মতো স্নেহময়ী একজনের শেষ কাজগুলো নিজের হাতে করতে গিয়ে বারবার আবেগাপ্লুত হয়েছি। আমার মনে হয়েছে, স্যারের শেষ সময়গুলো লেখায় নিয়ে আসা দরকার। ওই সময়ের অনুভূতিগুলি লিখতে গিয়ে অনেক সময় চোখের কোণ ভিজে উঠেছে। মনের উপর চাপ পড়েছে ভীষণ। তবু লিখেছি নিজের সম্পূর্ণ আবেগ আর ভালোবাসা দিয়ে।

ওই একটা ঘটনা ছাড়া, মোটামুটি রোমাঞ্চকর এবং আনন্দের ঘটনাই লেখাতে আনার চেষ্টা করেছি। লেখাগুলোতেও আছে ভিন্নতা। লেখাগুলোর অধিকাংশই ফেসবুকে দেয়ার জন্য লিখেছি। এই বইটা মূলত সেই লেখাগুলোর সংকলন। তাই পড়তে গিয়ে পাঠকের কাছে মাঝেমধ্যেই লেখার ধরণ ভিন্ন মনে হতে পারে। আগেই সেটি স্বীকার করে নিচ্ছি।

এই বইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ফর্মড পুলিশ ইউনিটের ফিমেল কন্টিনজেন্ট কঙ্গোতে কী ধরনের কাজ করছে তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

আশা করি বইটি পাঠকের ভালো লাগবে।

তহুরা জান্নাত
উত্তর কাফরুল, ঢাকা

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'কিনশাসার দিনগুলি', বইটি প্রথম প্রকাশের পর পাঠকদের অনেক রিভিউ পেয়েছি। বেশ লেগেছে এইসব রিভিউ। একজন লেখকের বড় পাওয়া হচ্ছে পাঠকের মতামত। সেই মতামতের উপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় মুদ্রণ।

প্রচ্ছদের ছবিটা পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ছবিটি কংগো নদীর পাড়ে তোলা হয়েছে। কিনশাসার ডিপ্লোমেটিক জোন কংগো নদীর পাড় ঘেঁষে তৈরি হয়েছে। পরিপাটি, সাজানো গোছানো এলাকা। এখান থেকে ব্রাজাভিলের ঝুলন্ত ব্রীজটা সন্ধ্যায় অপূর্ব লাগে। ক্যাম্পের গুমোট পরিবেশ থেকে বের হয়ে এখানে আসার পর মনটা সবসময় বেশ ফুরফুরে হয়ে উঠত। একদিন ইলেকশনের কাজের ফাঁকে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছি। সূর্য অস্ত যাচ্ছে নদীর বুকে। তানজিলা খুব মগ্ন হয়ে সূর্যাস্ত দেখছে। আমি সেই অসাধারণ মূহুর্তটি ক্যামেরায় ধারণ করে নিলাম (এই ছবিটি এখন বইয়ের প্রচ্ছদ। অথচ তখন নিজেও জানতাম না কোনদিন বই লিখবো)। ইলহানের বাঁধাই করা ছবিটা লেখক পরিচিতিতে ব্যবহার করা হয়েছে। ছবিটা আমারও ভীষণ প্রিয়। প্রথম মুদ্রণের পর পাথকদের কাছ থেকে রিভিউ পেয়েছি তাতে মনে হল বইটিতে আর কিছ অধ্যায় সংযোজন দরকার। কয়েকটি বিসয় নিয়ে তাই নতুন করে লিখলাম। এছাড়াও এবার আরও

একটি মুখবন্ধ যুক্ত হয়েছে নাসিমা বেগম, এনডিসি স্যারের (লেখক: বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা)। দ্বিতীয় মুদ্রণে নাসিমা স্যারের মুখবন্ধ দিতে পেরেছি বলে ভালো লাগছে ।

আশাকরি বইটি আগের মতই পাঠক প্রিয়তা পাবে।

তহুরা জান্নাত
২০ জানুয়ারী, ২০২৩

মুখবন্ধ (১)

বাংলাদেশ পুলিশ বাংলাদেশের গৌরব। বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল। বাংলাদেশ পুলিশের বীর সদস্যরা ২৫শে মার্চ ১৯৭১ ঢাকার রাজারবাগের পুলিশ লাইন্সে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এই সশস্ত্র প্রতিরোধটিই বাঙ্গালীদের কাছে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরুর বার্তা পৌঁছে দেয়। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে কাজ করেছে বাংলাদেশ পুলিশ। দেশে তো বটেই বাংলাদেশ পুলিশের সাফল্য এখন বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

১৯৮৯ সালে নামিবিয়ায় বাংলাদেশ পুলিশ প্রথম জাতিসংঘের শান্তি মিশনের সদস্য হিসেবে কাজ শুরু করে। এরপর থেকে যথাক্রমে বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা আইভরি কোষ্ট, সুদান, দারফুর, লাইবেরিয়া, কসোভো, পূর্ব তিমুর, ডি আর কঙ্গো, অ্যাঙ্গোলা, হাইতিসহ অন্যান্য মিশনে কাজ করে আসছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে ২০০০ সনে নারী পুলিশ প্রথম যাত্রা শুরু করে। ২০১০ সালে প্রথম নারী ফর্মড পুলিশ ইউনিট হাইতি শান্তি মিশনে অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি বাংলাদেশ পুলিশের।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তহুরা জান্নাত, কঙ্গোর কিনশাসায় জাতিসংঘের শান্তি মিশনে তার অভিজ্ঞতা নিয়ে এই বইটি

লিখেছেন। একজন পুলিশ সদস্য হিসেবে তো বটেই, বাংলাদেশের একজন গর্বিত নারী হিসেবে তিনি সচেষ্টভাবে কঙ্গোর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করে গেছেন তেমনি বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন বিশ্ব দরবারে।

এই বইটি প্রথম কোন বাংলাদেশের নারী পুলিশ সদস্যের মিশন অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা। এই লেখনী বাংলাদেশ পুলিশের সফল নারী পুলিশ সদস্যকে মিশন অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখতে আরও বেশি উৎসাহী করবে বলে আমি আশা করি। আমি বইটির সাফল্য কামনা করছি। আশা করি বইটি বাংলাদেশ পুলিশের নারী সদস্যসহ হাজারো নারীকে অনুপ্রাণিত করবে।

১৩/২/২০২২

আমেনা বেগম বিপিএম
ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ,স্পেশাল ব্রাঞ্চ
এবং
প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্ক

মুখবন্ধ (২)

হিউম্যান রাইটস বিষয়ক একটা সেমিনারে প্রধান অতিথি হয়ে গিয়েছিলাম মিরপুরের পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশে। মেয়েটি তখন সেমিনারটির উপস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছিল। স্বাভাবিক ভাবেই যে অনুষ্ঠান পরিচালনা করে, সে সবার নজরে আসে। আমিও তেমনি মেয়েটিকে দেখছিলাম। ওর নাম তহুরা জান্নাত। অনুষ্ঠান শেষে সবাই ছবি তুলছিল আমার সাথে।

তহুরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে সবাইকে সুন্দরভাবে ছবি তোলার জন্য সাহায্য করছিল। আমি বললাম "সবাই ছবি তুলছে, তুমিও আসো"। তহুরা সলজ্জ হেসে পাশে এসে দাঁড়ালো। আমার কাছে এসে মৃদুস্বরে বললো "স্যার আমি একটি বই লিখেছি। আপনাকে দিতে চাই।" আমি বললাম "অবশ্যই।"

গাড়িতে উঠে কৌতূহলবশত বইটি পড়া শুরু করলাম। বলতে গেলে এক নিশ্বাসে পড়ে শেষ করেছি তহুরা জান্নাতের 'কিনশাসার দিনগুলি'। জাতিসংঘ শান্তি মিশন নিয়ে এই প্রথম কোন বই পড়লাম। অনেক অজানাকে জানলাম। সেই সাথে বাংলাদেশ পুলিশের ফিমেল কন্টিনজেন্ট কংগোতে কিভাবে কি ধরণের কাজ করছে তারও একটা স্বচ্ছ ধারণা পেলাম বইটিতে।

শেষের দিকে এসে, বিশেষ করে অতিরিক্ত আইজিপি রওশন আরা বেগম, এনডিসি'র মৃত্যুর ঘটনা মনটাকে ভীষণ ভাবে আর্দ্র করে দিয়েছিল। দেশ থেকে মিশন পরিদর্শনে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পুলিশের এপর্যায়ের একজন সিনিয়র কর্মকর্তার মৃত্যু, সেই সময়ে একটা কন্টিনজেন্টের মানসিক অবস্থা, এ সবকিছু মনকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছে।

সত্যিকার অর্থে রওশন আমারও খুব কাছের মানুষ ছিলেন। তার শবদেহ দেশে আনার পর তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলাম সবকিছুই স্মৃতির পাতায় অম্লান। মহিলা পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে রওশন সর্বপ্রথম পুলিশ সুপার হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। পদায়ন হয় মুন্সীগঞ্জে। আমার বাড়ি মুন্সীগঞ্জ, সেই সুবাদে একজন মহিলা কর্মকর্তার কীর্তি গাঁথায় গৌরব অনুভব করতাম। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে বহুবার দেখেছি প্রধানমন্ত্রী নারীর ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে রওশনের উদাহরণ টেনেছেন। সবশেষে দেশে ফেরার পথে ফোর্সের লাগেজগুলো নিতে ইথিওপিয়ায়ার আদ্দিসআবাবাতে অবতরণ, প্লেন পরিবর্তন করে দেশে ফেরার ঘটনা, সত্যিই মনে করিয়ে দেয় আমাদের দেশের মেয়েরা অনেক এগিয়ে গিয়েছে।

সবকিছু ছাপিয়ে এই বইটির সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষা মূল আকর্ষণ বলে আমি মনে করি। প্রথম মুদ্রণের মতো দ্বিতীয় মুদ্রণও সমান জনপ্রিয় হবে বলে আমি আশাবাদী। বইটি পড়ে অনেক অজানাকে জানা যেমন যাবে, তেমনি ভবিষ্যতে যারা এধরনের চ্যালেঞ্জিং মিশনে যাবেন তাদের জন্য এটি অবশ্যই একটি গাইডলাইন হিসেবে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি তহুরার উত্তোরত্তোর সাফল্য কামনা